**ফেঞ্চুগঞ্জ ৫১ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট, শনিবার, ২০ চৈত্র ১৪১৬, ০৩ এপ্রিল ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ

সম্মানিত সংসদ সদস্যবৃন্দ,

মান্যবর কুটনীতিকবর্গ

সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ

সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

ফেঞ্চুগঞ্জ ৫১ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বর্তমান যুগে বিদ্যুৎ একটি দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রার অন্যতম প্রধান উপাদান। বিদ্যুৎ ঘাটতিতে একটি দেশের উন্নয়নের চাকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

আমরা বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বরাবরই সচেতন ছিলাম। ৯৬ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬০০ মেগাওয়াট। আমাদের মেয়াদকাল শেষ করার সময় আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছিলাম। ৫০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।

আমাদের সময় প্রথম বেসরকারিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। সরকারি বেসরকারি উভয় খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে আমরা দেশী বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বিদ্যুতের সিস্টেম লস কমানোসহ ব্যবস্থাপনার উন্নতি করে আমরা বিদ্যুৎ খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলাম।

সুধিমন্ডলী,

২০০৯ সালে যখন আমরা দায়িত্ব নেই, তখন বিদ্যুৎসহ সব খাতেই ছিল অব্যবস্থা আর বিশৃঙ্খলা।

দ্রব্যমূল্যের ঊধর্বগতি, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসের অভাব - এসব সমস্যা নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে।

আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দ্রুত কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। সারের দাম ৯০ টাকা থেকে কমিয়ে ২২ টাকা করেছি। বাম্পার খাদ্য-উৎপাদন হয়েছে। কৃষিকার্ড চালু করেছি। শুরু হয়েছে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি।

কিন্তু বিদ্যুৎ-গ্যাসের মত খাতে খুব দ্রুত সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। বিগত সরকারের অপকর্মের কারণে সৃষ্ট বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে আমাদের আরও কিছুদিন সময় প্রয়োজন। জনগণের কষ্ট হচ্ছে জানি। কিন্তু এটা এমন একটা সেক্টর যেখানে রাতারাতি কোন কিছু করা যায় না।

আমরা নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০১৩ সালের মধ্যে ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০২১ সালের মধ্যে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

এ পরিকল্পনার আওতায় বেসরকারি খাতে প্রথম পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাড়া ভিত্তিক এবং সরকারি খাতে মোট ১০০০মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এগুলোর নির্মাণ কাজ চলছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে আরও প্রায় ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যাদেশ দেওয়া হবে।

বেসরকারি খাতে আরও প্রায় ৫০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। গত মাসে ৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছি।

আপনারা জানেন বিগত জোট সরকারের সময়ে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়নি। বরং বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের নামে হয়েছে ব্যাপক দূর্নীতি। গ্যাস সেক্টরে কোন বিনিয়োগ হয়নি। গ্যাস উত্তোলনের পদক্ষেপ না নেওয়ায় বিদ্যুৎ ও গ্যাস সেক্টরে খুবই নাজুক অবস্থা চলছে।

এখনই ব্যবহার উপযোগী পর্যাপ্ত গ্যাস না থাকায় একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি শিল্প, বাণিজ্য এবং বাড়িঘড়ে পর্যাপ্ত গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। জরুরিভিত্তিতে LNG আমদানির পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি।

বর্তমানে জ্বালানি বহুমুখীকরণের বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানি সঙ্কটকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টিও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানির সম্ভাব্য উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাজ চলছে। ভারত-বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিনিময় কার্যক্রম নিয়ে দু'দেশের কারিগরী প্রতিনিধিদল কাজ করে যাচ্ছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের ভেড়ামারা পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন এবং ভেড়ামারায় বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে।

আশা করা যায় ২০১২ সালের মাঝামাঝি সমযে এই সঞ্চালন লাইন ব্যবহার করে ভারত থেকে অন্ততঃ ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

দারিদ্র্য বিমোচন করে বাংলাদেশকে শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে জিডিপি এর প্রবৃদ্ধির হার ন্যূনতম ৭ শতাংশ এর উপরে রাখতে হবে। প্রবৃদ্ধির এ হার ঠিক রাখতে হলে বিদ্যুতের গুণগত মান এবং প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বিদ্যুৎ সেক্টরের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও এর পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি বর্তমান সরকার যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৭ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। প্রতি বছর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৭ থেকে ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে ঘাটতি বেড়েছে।

বিরাজমান পরিস্থিতিতে লোড শেডিং এর মাত্রা অদূর ভবিষ্যতে কমিয়ে আনা এবং ২০২০ সালে ‘সবার জন্য বিদ্যুৎ' নিশ্চিত করতে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

আপনারা জানেন আমাদের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান অপরিসীম। তাই বোরো মৌসুমে কৃষির ফলন নিশ্চিত করতে আমরা সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিয়েছি। গত বছরও সেচ পাম্পে নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ করে আমরা বাম্পার ফলন নিশ্চিত করেছিলাম।

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি তা সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। ফলে আমাদের বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করতে হবে।

সরকারি অফিসসমূহে এবং শহরের বাড়িঘরে আমরা সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছি। একই সাথে যে সকল এলাকায় গ্রীড বিদ্যুৎ পৌঁছানো খুবই দুস্কর, সেখানে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য আমি সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। পাশাপাশি অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেমন বায়ু-শক্তি, পানি-বিদ্যুৎ ইত্যাদির দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য কাজ করছি। আর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা। আমাদের সরকার তা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ফেঞ্চুগঞ্জ ৫১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির সিংহভাগ বিনিয়োগ এসেছে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের কাছ থেকে। বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বিনিযোগ দেশের উন্নয়নের গতি সঞ্চারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

তাই আমি বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বিদ্যুৎখাতসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুলক খাতে বিনিয়োগের অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রিয় সিলেটবাসী,

বৃহত্তর সিলেটের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে ভাল। সেদিক থেকে আপনারা ভাগ্যবান। সিলেটের চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ দিয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চাহিদা কিছুটা হলেও মেটানো যাচ্ছে।

২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ হিসেবে দেখতে চাই। এ লক্ষ্যের পূর্ণ বাস্তবায়নে আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ফেঞ্চুগঞ্জ ৫১ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---